কাজী মোরশেদের স্বল্পদৈর্ঘ ছায়াছবি ‘ঘানি’

ফারুক কাদের

বাংলাদেশের কলু সম্প্রদায়ের কথা জানি আমরা। কলুরা বলদ দিয়ে ঘানি টেনে সরিষা তিল পিষে তেল বের করে আনে। বলদ ছাড়া কলুদের জীবন প্রায় অচল। যদি বলদ না থাকে, ঘানি টানা কি বন্ধ থাকবে! তাহলে তো সংসারের চাকা ঘুরবেনা। হতদরিদ্র কলুরা তখন ঘানির জোয়াল তুলে নেয় নিজেদের কাঁধে। কাজী মোরশেদের স্বল্পদৈর্ঘের ছায়াছবি ‘ঘানি’ কলুদের এমনি এক কঠিন জীবন সংগ্রামের কাহিনী।

আফসু ও সামসু কলু সম্প্রদায়ভূক্ত দুই ভাই; তাদের প্রান্তিক জীবন। সামসু ও ছেলে বজলু একটি মাত্র বলদ দিয়ে ঘানি টেনে তেল ভাঙ্গে। বাপ-ব্যাটা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে তাদের জীবিকা অর্জন করে। আফসুর ছেলে কুদ্দুস শহরে থাকে-সবজী বিক্রী করে পুঁজি সঞ্চয় করছে। আফসু স্বপ্ন দেখে গাঁয়ে ফিরে কুদ্দুস ঘানি টানার কল দেবে; দু পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনবে। কুদ্দুস এক হরতালে বোমার আঘাতে নিহত হলে আফসুর স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটে।

বজলু স্বপ্ন দেখে গাঁয়ের ই মেয়ে ময়নাকে নিয়ে সংসার করবে। নিদারুন অথর্কষ্টকে পাশ কাটিয়ে ধার দেনা করেও একদিন বিয়ে করে ময়নাকে ঘরে তুলে আনে। সংকট শুরু হয় যখন তেলের মহাজন বজলুর ধারের টাকা উশুল করবার জন্য ঘানির বলদ মুক্তিপন হিসেবে তুলে নিয়ে যায়। ময়না হাতের গহনার বিনিময়ে বলদ ফিরিয়ে আনে। এখানেই শেষ নয়। বলদটি একদিন চুরী হয়ে গেলে পুরো পরিবার এক মহাসংকটের স্মুমুক্ষীন হয়। উপায়হীন সামসু ও সামসুর স্ত্রী বজলুর অনুপস্থিতে ঘানির জোয়াল ময়নার কাঁধে তুলে দেয় ঘানি টানার জন্য। নতুন বিয়ে করা বৌয়ের কলুর বলদে পর্যবসিত হওয়াকে মেনে নিতে পারেনা বজলু। বাপ মা কে অভিযূক্ত করে। সন্তান ও পিতামাতার সম্পর্ক ভেঙ্গে পরবার উপক্রম। বিপর্যস্ত বজলু একটা কিছু করতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

ভোরবেলা গাঁয়ের লোকজন অন্যের বলদ চুরীর সময় ধৃত বজলুকে প্রহার করে রক্তাক্ত অবস্থায় সামসু ও সামসুর স্ত্রী সামনে হাজির করে। অপমানিত ও পর্যুদস্ত পুরো পরিবারের দায়ভার তুলে নিতে বজলু ও ময়না ঘানির জোয়াল নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়। এ নিদারুন ঘানি টানার চক্র থেকে কি বজলু ও ময়নারা বের হয়ে আসতে পারবে!

কলু সম্প্রদায়ের কঠিন জীবন সংগ্রামের চিত্র আমরা তেমন কোথাও পাইনা। বাংলার গ্রামীন সমাজের অন্ধকোনে পড়ে থাকা অবহেলিত কলুদের কথা আমরা কতটুকু জানি! মোরশেদ এদেরকে সেলুলয়েডের পর্দায় তুলে এনে একটি সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন। একই সাথে একজন সৃজনশীল নির্মাতার স্বাক্ষর ও রেখেছেন।

ঘানি শুধু কলুদের দারিদ্রক্লিষ্ট জীবন ও কঠিন সংগ্রামের কাহিনী নয়। এতে প্রেমের গল্প আছে, আছে যৌথ পরিবারের টানাপোরেন ও দৌদূল্যমান সম্পর্ক - যা কখনও ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়, আবার বিরুপ পরিস্থিতিতে সমন্বিত প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

আধূনিক চলচ্চিত্র ভাষার সার্থক প্রয়োগের বেশ কিছু উদরাহন ঘানিতে আছে। এক দৃশ্যে বজলু ও ময়না এক সন্ধিক্ষনে জীবনের বোঝাপড়ায় লিপ্ত, সেখানে সংলাপ অনুচ্চারিত রেখে মূখের প্রকাশভঙ্গী দিয়ে হৃদয়ের আকুতি সার্থক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বজলু ও ময়নার বিবাহ পরবর্তি দামপত্য জীবনের কিছু দৃশ্য সত্যজিতের অপুর সংসারের কথা মনে করিয়ে দেয়। একই ভাবে বলদ চূরীর দায়ে ধৃত বজলুকে যখন সবার সামনে উঠানে নিয়ে আসা হল এবং বজলু প্রানান্তকর চেষ্টায় লিপ্ত নিজেকে নির্দোষ প্রমান করার, তখন আমার ইটালীর নিও রিয়ালিজম ধারার নির্মাতা ডিসিকার বিখ্যাত ছায়াছবি বাইসাইকেল থীফের শেষ দৃশ্যের কথা মনে পড়ে। বাইসাইকেল থীফে ও নায়ক তার জীবিকার একমাত্র অবলম্বন বাইসাইকেল চুরী হয়ে গেলে অন্যের বাইসাইকেল চুরী করতে যেয়ে ধরা পড়ে। নিদারুন লজ্জা আর অপমানের মাঝে নায়কের পুত্র সন্তান এসে পিতার হাত এসে ধরে পিতার প্রতি পূর্ণ আশ্বাসে ও বিশ্বাসে। ঘানিতে সেরকম ময়না এসে বজলুর সাথে ঘানির জোয়াল কাঁধে তুলে নেয়।

আফসুর চরিত্রে মাসুম আজিজ স্বরনীয় অভিনয় করেছেন। ময়নার চরিত্রে নবাগত চুমকীর অভিনয় সুন্দর স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য।

ঘানি, মোরশেদের শ্রমজীবি মানুষের ঘাত প্রতিঘাতে পরিপূর্ণ জীবন ও জীবনের চাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অদম্য প্রয়াসের সার্থক নাটকায়িত উপস্থাপন। ঘানি ২০০৭ সালের বাঙ্গলাদেশের শ্রেষ্ঠ ছায়াছবি হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে।